



2127 - সংক্ষিপ্তে বয়রে রুকন, শরত ও ওলি বা অভিবাক এর ক্ষত্রে প্রযোজ্য শরতসমূহ

প্রশ্ন

বয়রে রুকন ও শরত ককি?

প্রয় উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

ইসলামে বয়রে রুকন বা খুটি তনটি:

এক:

বয়রে সংঘটিত হওয়ার ক্ষত্রে সমূহ প্রতবিন্ধকতা হতে বর-কনে উভয়ে মুক্ত হওয়া। যমেন- বর-কনে পরস্পর মোহরমে হওয়া; ঔরশগত কারণে হোক অথবা দুগ্ধপানরে কারণে হোক। বর কাফরে কনিতু কনে মুসলমি হওয়া, ইত্যাদি।

দুই:

ইজাব বা প্রস্তাবনা: এটি ময়েরে অভিবাক বা তার প্রতনিধিরি পক্ষ থেকে পশেকৃত প্রস্তাবনামূলক বাক্য। যমেন- বরকনে লক্ষ্য করে বলা যতে পারে “আমি অমুককে তোমার কাছে বয়রে দলিাম” অথবা এ ধরনরে অন্য কোন কথা।

তনি:

কবুল বা গ্রহণ: এটি বর বা বররে প্রতনিধিরি পক্ষ থেকে সম্মতসূচক বাক্য। যমেন- বর বলতে পারনে “আমি গ্রহণ করলাম” অথবা এ ধরনরে অন্য কোন কথা।

বয়রে শুদ্ধ হওয়ার শরতগুলো নমিনরূপ:

(১) ইশারা করে দেখিয়ে দয়ো কথিবা নামোল্লেখ করে সনাক্ত করা অথবা গুণাবলী উল্লেখ অথবা অন্য কোন মাধ্যমে বর-কনে উভয়কে সুনর্দিষ্ট করে নয়ো।

(২) বর-কনে প্রত্যেকে একে অপররে প্রতিন্তুষ্ট হওয়া। এর দলীল হচ্ছ-নবী (সাঃ) বাণী “স্বামীহারা নারী (বধিবা অথবা



তালাকপ্রাপ্ত) কে তার সদিধান্ত জানা ছাড়া (অর্থাৎ সদিধান্ত তার কাছ থেকে চাওয়া হবে এবং তাকে পরষিকারভাবে বলতে হবে) বয়ি দেয়া যাবে না এবং কুমারী ময়েকে তার সম্মতি ছাড়া (কথার মাধ্যমে অথবা চুপ থাকার মাধ্যমে) বয়ি দেয়া যাবে না। লোকেরো জিজ্ঞাসে করল,ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ)! কমন করে তার সম্মতি জানব (যহেতু সে লজ্জা করবে)। তিনি বললনে,চুপ করে থাকাটাই তার সম্মতি।”[সহীহ বুখারী, (৪৭৪১)]

(৩) বয়িরে আকদ (চুক্তি) করানোর দায়িত্ব ময়েরে অভভিবককে পালন করতে হবে। যহেতু আল্লাহ তাআলা বয়ি দেয়ার জন্য অভভিবকদের প্রতি নিরুদ্দেশনা জারী করছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর তোমরা তোমাদের মধ্যে অববাহিত নারী-পুরুষদের ববাহ দাও।”[সূরা নুর, ২৪:৩২] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে নারী তার অভভিবককে অনুমতি ছাড়া বয়ি করবে তার ববাহ বাতলি, তার ববাহ বাতলি, তার ববাহ বাতলি।”[হাদসিটি তরিমযি (১০২১) ও অন্যান্য গ্রন্থকার কর্তৃক সংকলিত এবং হাদসিটি সহীহ]

(৪) বয়িরে আকদের সময় সাক্ষী রাখতে হবে। দলীল হচ্চে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “অভভিবক ও দুইজন সাক্ষী ছাড়া কোন ববাহ নহে।” [তাবারানী কর্তৃক সংকলিত, সহীহ জামে (৭৫৫৮)]।

বয়িরে প্রচারণা নশ্চিত করতে হবে। দলীল হচ্চে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী- “তোমরা বয়িরে বযিট ঘোষণা কর।”[মুসনাদে আহমাদ এবং সহীহ জামে গ্রন্থে হাদসিটিকে ‘হাসান’ বলা হয়েছে (১০৭২)]

বয়িরে অভভিবক হওয়ার জন্য শর্তঃ

১. সুস্থ মস্তষ্ক সম্পন্ন হওয়া।

২. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।

৩. দাসত্বেরে শৃঙ্খল হতে মুক্ত হওয়া।

৪.অভভিবককে কনেরে ধর্মেরে অনুসারী হওয়া। সুতরাং কোন অমুসলমি ব্যক্তি মুসলমি নর-নারীর অভভিবক হতে পারবে না। অনুরূপভাবে কোন মুসলমি ব্যক্তি অমুসলমি নর-নারীর অভভিবক হতে পারবে না। তবে অমুসলমি ব্যক্তি অমুসলমি নারীর অভভিবক হতে পারবে, যদিও তাদরে উভয়েরে ধর্ম ভিন্ন হোক না কেন। কিন্তু মুরতাদ ব্যক্তি কারো অভভিবক হতে পারবে না।

৫. আদলে বা ন্যায়বান হওয়া। অর্থাৎ ফাসকে না হওয়া। কিছু কিছু আলমে এ শর্তটি আরোপ করছেন। অন্যরো বাহ্যিক আদালতকে (দ্বীনদারকি) যথেষ্ট ধরছেন। আবার কারো কারো মতে, যাকে তিনি বয়ি দিচ্ছেন তার কল্যাণ বিবেচনা করার মত যোগ্যতা থাকলে চলবে।



৬. পুরুষ হওয়া। দলীল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী- “এক মহিলা আরকে মহিলাকে বয়িে দতিে পারবে না। অথবা মহিলা নজিে নজিকেে বয়িে দতিে পারবে না। ব্যভচারিনী নজিে নজিকেে বয়িে দেয়।”[ইবনে মাজাহ (১৭৮২) ও সহীহ জামে (৭২৯৮)।

৭. বুদ্ধিমত্তার পরপিক্কতা থাকা। এটি হচ্ছে বয়িরে ক্ষত্রেে সমতা (কুফু) ও অন্যান্য কল্যাণরে দকি ববিচেনা করতে পারার যোগ্যতা।

ইসলামী আইনবিদিগণ অভিবিকদরে একটি ক্রমধারা নরিধারণ করছেন। সুতরাং নকিটবর্তী অভিবিক থাকতে দূরবর্তী অভিবিকরে অভিবিকত্ব গ্রহণযোগ্য নয়। নকিটবর্তী অভিবিক না থাকলে অথবা তার মধ্যে শর্তরে ঘাটতি থাকলে দূরবর্তী অভিবিক গ্রহণযোগ্য হবে। নারীর অভিবিক হচ্ছে- তাঁর পতি। এরপর পতি যাকে দায়তি্ব দিয়ে যান সে ব্যক্তি। এরপর পতিমহ, যতই উর্দ্ধগামী হোক। এরপর তাঁর সন্তান। এরপর তাঁর সন্তানরে সন্তানরো, যতই অধস্তন হোক। এরপর তাঁর সহোদর ভাই। এরপর তাঁর বমোত্রয়ে ভাই। এরপর এ দুইশ্রণীর ভাইয়েরে সন্তানরো। এরপর তাঁর সহোদর শ্রণীর চাচা। এরপর বমোত্রয়ে শ্রণীর চাচা। এরপর এ দুইশ্রণীর চাচার সন্তানরো। এরপর মীরাছরে ক্ষত্রেে যারা ‘আসাবা’ হয় সে শ্রণীর আত্মীয়গণ। এরপর নকিটাত্মীয় থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে আত্মীয়। যার কোন অভিবিক নহে মুসলমি শাসক অথবা শাসকরে প্রতিনিধি (যমেন বিচারক) তার অভিবিক।